রূপনারায়ণপুর বর্দ্ধমান থেকে প্রকাশিত দ্বিমাসিক পত্রিকা

আজকের যোধন

মন যোগায় না, মন জাগায়

৩৭ বর্ষ ◆ ৫ম সংখ্যা

শারদ ১৪২৭

ভাদ্র-আশ্বিন, ১৪২৭ ◆ সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০২০

Scanned with CamScanner

আজকের সাধন

(বর্ধমান জেলা লিটল ম্যাগাজিন সংঘের সদস্য)
এবং UGC অনুমোদিত তালিকাভুক্ত

অন্যতম সেরা লিটল ম্যাগাজিন
৩৭ বর্ষ, ৫ম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর - অক্টোবর, ২০২০
ভাদ্র - আশ্বিন, ১৪২৭

সূচিপত্র

আমাদের কথা ৫

সম্পাদকীয় ৭

প্রবন্ধ

অধ্যাত্মভাবনার আলোকে করুণানিধান বন্দ্যোপাধ্যায়/ড. উত্তম বিশ্বাস ৯

"বাংলা ব্যাকরণ রচনার প্রাথমিক যুগের কিছু বৈশিষ্ট্য"/ঝর্ণা বর্মন ১২

দ্বন্দ্বতত্ত্ব (Dialectics) সম্পর্কে কিছু তথ্য/দেবাশিস গুহ ১৬

জগদীশ গুপ্তর 'কলঙ্কিত সম্পর্ক' ঃ বহুমাত্রিক বিশ্লেষণ/ড. খোকন কুমার বাগ ২১

মানভূমের লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতি/পুলকেশ মণ্ডল ৩০

Twenty Twenty : Unusual Change in Environment and Geological Settings/Protyus Bag 35

আঞ্চলিক কবিতায় বারমাস্যা/পার্থ নারায়ণ সরদার ৪০

শেক্সপিয়ারের সনেটের বঙ্গানুবাদ : কুমারডিহির সনৎ কুমার রায়চৌধুরী/বিকাশ এস.জয়নাবাদ ৫৭

কাব্য সাহিত্যে সুধীর করণ/পীযূষ সরকার ৭৬

দুটি যুদ্ধবিরোধী বিদেশী উপন্যাস/সমীরকুমার ঘোষ ৮২

জাতীয়তাবাদ ও বিশ্বসংস্কৃতি/রামদুলাল বসু ৮৫

শিশু শিক্ষা বিকাশে বিদ্যাসাগর/সন্তোষকুমার বিশ্বাস ৯৪

রবীন্দ্রসান্নিধ্যধন্যা নির্মলকুমারী মহলানবিশ/বীণাপাণি ঘোষ ১৪৩

জন্মভূমির আলো/চিত্তরঞ্জন চক্রবর্ত্তী ১৪৭

"নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে ঃ একুশ শতকের পাঠকমন"/গোবিন্দ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৫২

উপনিষদে প্রতিফলিত যোগতত্ত্ব/সুকন্যা সরকার ১৫৭

জানা-অজানা প্রসঙ্গ ঃ কাজী নজরুল ইসলাম ও সজনীকান্ত দাস/শুক্লা ব্যানার্জি ১৬৪

সাবিত্রী রায়ের উপন্যাসে সমাজবাস্তবতার প্রাসঙ্গিকতা/সুস্মিতা দাস ১৭৪

মানভূমের লোকগানের সংকট ও সমাধান/দিলীপকুমার গোস্বামী ১৭৯

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উপাধি-রহস্য/ড. রামপ্রসাদ বিশ্বাস ১৮৬

আমার রবীন্দ্রনাথ/মৌসুমী প্রামাণিক ১৯০

কর্মবীর দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়/শ্যামল হোমরায় ১৯৩

ইউটিউব নাট্যদর্পণে বাংলাদেশের চিত্র/দিগেন বর্মন ১৯৫

Scanned with CamScanner

গল্প/অণুগল্প

কুকুরতন্ত্র টু কুকুর স্বরাজ/ভজন দত্ত ১০২
আড্ডা/বর্ণালী মিত্র ১০৫
করোনা মহামারী/বৃন্দাবন মণ্ডল ১০৮
যার শেষ ভালো, তার সব ভালো/সুশীল ভট্টাচার্য ১১৬
মহাপ্রভু/নিখিল পানডে ১২৮
সুস্মিত স্যার/সৌম্যশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩০
ব্যাধমন/দীনবন্ধু মণ্ডল ১৪১
কবি ও একজন মানুষ/জয়ন্ত দত্ত ১৪২

কবিতা/গুচ্ছ কবিতা

বিশ্বদেব ভট্টাচার্য ২২৬, উৎপল মুখোপাধ্যায় ২২৯, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় ২২৯, শিউলি চট্টোপাধ্যায় ২৩০, মধুসূদন বন্দ্যোপাধ্যায় ২৩১, দয়াময় রায় ২৩৩, সেলিম দুরানি বিশ্বাস ২৩৪, মানিকচন্দ্র দাস ২৩৪, উৎপলেন্দু মাল ২৩৫, অরূপকুমার পাল ২৩৫, অশোককুমার দাস ২৩৬, রূপককুমার চক্রবর্তী ২৩৭, কল্পনা মিত্র ২৩৮, সুজিতকুমার কর্মকার ২৩৮, আনন্দগোপাল রায় ২৩৯, বাসুদেব মণ্ডল ২৩৯, গৌতম মণ্ডল ২৪০, গৌতম দত্ত ২৪১, শবনম আচার্য্য ২৪১, অরূপ মুখোপাধ্যায় ২৪৩, মধুসূদন দেবনাথ ২৪৩, অসীম মজুমদার ২৪৪, গীতা চক্রবর্তী ২৪৪, তাপসী বন্দ্যোপাধ্যায় ২৪৫, প্রকাশ ঘোষাল ২৪৫, সুভাষচন্দ্র মোদক ২৪৬, সুনন্দা চক্রবর্তী ২৪৭, নীতা কবি ২৪৭, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত ২৪৮, অভিজিৎ চৌধুরী ২৪৯, আরণ্যক বসু ২৫১, শতাব্দী মজুমদার ২৫৫, জগন্নাথ মণ্ডল ২৫৫, পার্থপ্রতিম আচার্য ২৫৬

নাটক/শ্রুতি নাটক

সুখের সন্ধান/সুকুমার পাল ২৫৭
শুনতে বড়ো ভাল লাগে/দেবশংকর রায় ২৬৪

রম্যরচনা ২৬৭ ◆ ভ্রমণ ২৭১ ◆ স্মৃতিকথা ২৮১
◆ সংস্কৃতি সংবাদ ২৯৭ ◆ গ্রন্থ-সমালোচনা ৩০৩

সম্পাদক— বাসুদেব মণ্ডল
সহ সম্পাদক : কালাচাঁদ ঘোষ, রমাকান্ত মণ্ডল, নমিতা ভট্টাচার্য, চিরঞ্জিত সরকার।
সহযোগিতায় : সমীর প্রসাদ, প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, উৎপলেন্দু মাল, অভিজিৎ চৌধুরী, সুব্রত হালদার, বৃন্দাবন মণ্ডল, কল্পনা মিত্র, প্রশান্ত মণ্ডল, বিশ্বনাথ চক্রবর্তী, জগন্নাথ মণ্ডল, সুজিত কর্মকার, প্রদীপ পাল, বিকাশ মুখার্জি, আসরাফুন্নেসা বেগম।
প্রচ্ছদ : উত্তরা

Scanned with CamScanner

জানা-অজানা প্রসঙ্গ ঃ কাজী নজরুল ইসলাম ও সজনীকান্ত দাস

শুক্লা ব্যানার্জি

গবেষক বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এবং সহকারী অধ্যাপিকা পাঁচথুপি হরিপদ গৌরিবালা কলেজ (মুর্শিদাবাদ)

রবীন্দ্রোত্তর আধুনিক কাব্যে কাজী নজরুল ইসলাম রবি তাপে হারিয়ে না গিয়ে প্রথম রবীন্দ্রনাথের মায়াজাল ভেঙ্গে বিদ্রোহের নিশান উড়িয়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন-'গাহি সাম্যের গান/যেখানে আসিয়া এক হয়ে গেছে সব বাধা-ব্যবধান/ যেখানে মিশেছে হিন্দু-বৌদ্ধ, মুসলিম-খ্রিস্টান/ গাহি সাম্যের গান।' সাম্যের গান রচয়িতা নজরুল, সৃষ্টি সুখের উল্লাসের কবি নজরুল, বিদ্রোহী কবি নজরুল। কেননা, নজরুলের ব্যক্তিত্বকে, মানুষ নজরুলকে, প্রেমিক নজরুলকে, কবি নজরুলকে, সঙ্গীতজ্ঞ নজরুলকে হিন্দু-মুসলমানের মিলন মৈত্রীর কবি নজরুলকে বাঙালি কোনদিন ভুলবে না।

কাজী নজরুল ইসলাম সম্পর্কে তাঁর বন্ধু ও কবি অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একটি বই লিখেছিলেন। বইটির নাম 'জ্যেষ্ঠের ঝড়'। সত্যিই ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দে জন্ম, আর ১৯৪২খ্রিস্টাব্দে দুর্ভাগ্যবশত অসুস্থ হয়ে তাঁর নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবার মধ্যবর্তী বছরগুলিতে নজরুল ইসলাম ছিলেন প্রবল ঝড়ের মত উদ্দাম এক শক্তি। তাঁর আগমন এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমকালীন রাজনৈতিক ইতিহাসের অনিশ্চয়তা, সামাজিক ক্ষেত্রে অন্যায়, অসাম্য,পরাধীনতার যন্ত্রণা এবং তা থেকে উত্তরণের ইচ্ছা বাঙালির এই সময়ের ভাবনায় ওদের ধারণায় নজরুলের কবিতা নতুন আবেদন নিয়ে এলো। বাংলা কাব্যে নজরুলের প্রথম বিদ্রোহ, পৌরুষ ও যৌবনের ভাষ্যকার এবং তাঁর কবিতা আধুনিক কাব্যের ইতিহাসে নতুন পদ ও প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত হলো। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের (১৯১৪-১৯১৮) পরবর্তীকালে অর্থাৎ ১৯২০-র পর বাংলা কবিতায় তিনি নতুন ধারার প্রবর্তক। তিনি সর্বশ্রেণীর মানুষের কবি। তিনি সব মানুষের সমান অধিকার ও সম্ভাবনার দিকে জোর দিয়েছেন এবং মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, যৌবন প্রেম, বীর ধর্ম প্রভৃতি নিয়ে কবিতা লিখেছেন।

নজরুলের কাব্যে দুটি ধারা-সৌন্দর্য ও প্রেম ধ্যানের ক্ষেত্রে তিনি আদর্শবাদী কিন্তু সমাজ ও রাষ্ট্রচিন্তায় তিনি বাস্তববাদী। এই বাস্তব জীবন-প্রীতি বিদ্রোহের নেতিবাদ থেকে বিপ্লবের আদর্শে তাকে দীক্ষিত করেছে,'সর্বহারা'-য় এসে তিনি সাম্যবাদের কথা প্রচার করেছেন। ভারতের সর্বহারা শ্রেণী কবিকে বিপ্লব ধর্মে দীক্ষা দেয়, সাম্যের গান গাইতে তাকে প্রেরণা জোগায়। এর পেছনে কোন রাজনীতি নেই। শ্রেণীসংগ্রামের অনিবার্য তাগিদ নেই, আছে শুধু মানুষের প্রতিকৃতি।

পরাধীন ভারতে, শাসক ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ডাক দিয়েছিলেন তিনি। বিদ্রোহ তার গভীর মানবপ্রেম থেকে সৃষ্ট। এই বিদ্রোহ নির্যাতন, শোষণ ও অবিচারের বিরুদ্ধে এবং অমানবিকতার বিরুদ্ধে তিনি বিদ্রোহের মাধ্যমে পরাধীন ও শোষিত মানুষের মনের মধ্যে পৌরুষকে জাগাতে চেয়েছেন। দেশের যুব শক্তিকে আহ্বান জানিয়েছিলেন নির্ভীক আত্মদানের মধ্য দিয়ে দেশের প্রাণ শক্তিকে উজ্জীবিত করবার জন্য। তাঁর কবিতার এই নতুন সুর চকিত করেছিল বাংলা কাব্য জগতের প্রতিষ্ঠিত ধারাকে। যে-ধারার প্রধান কবি তখনও ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রবীন্দ্রনাথের মতো নজরুলের প্রেম চেতনা আদর্শায়িত নয়, বরং তার প্রেমাকাঙ্ক্ষা সাধারণ মানুষের দিকে প্রবাহিত। তাই প্রেম ও প্রকৃতির রহস্যময় রাজ্যে তিনি বারবার বেদনায় কাতরতা ও বিস্ময় নিয়ে আবির্ভূত হয়েছেন।

রবীন্দ্র-নজরুল সম্পর্কের ক্ষেত্রে জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ নজরুলের 'ধূমকেতু' পত্রিকার জন্য আশীর্বচন লিখে দিয়েছিলেন। পরে নজরুলের, 'লাঙ্গল' পত্রিকার জন্যও শিরোনাম লিপি নজরুল লিখেছিলেন। তাঁরা দুজনেই ১৯২৬ সালের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার প্রতিবাদ করেছিলেন। নজরুল তাঁর 'কান্ডারী হুঁশিয়ার' কবিতায় লিখেছিলেন, 'হিন্দু না ওরা মুসলিম? ওই জিজ্ঞাসে কোনজন?' আর রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব/ঘোর কুটিল পন্থ তার, লোভ জটিল বন্ধ'।

নজরুল জীবনী গ্রন্থগুলি থেকে জানা যায় ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ নজরুলকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে গিয়েছিলেন। সেবার নজরুল রবীন্দ্রনাথের সামনে গেয়েছিলেন একের পর এক রবীন্দ্র সংগীত, সবগুলোই তাঁর কণ্ঠস্থ। রবীন্দ্রনাথ মুগ্ধ ও বিস্মিত হয়ে বলেছিলেন, তাঁর নিজেরই এখন আর গানের কথা মনে থাকে না।

নজরুল ইসলামই প্রথম বাঙালি কবি যিনি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সেনা শিবিরে গিয়েছিলেন। ১৯২৩খ্রিস্টাব্দে, নজরুল তখন জেলে রবীন্দ্রনাথ 'বসন্ত' নাটকটি উৎসর্গ করলেন নজরুলকে। যাঁরা উপস্থিত ছিলেন সেখানে, তাঁদের মধ্যে অনেকেই এটি পছন্দ করলেন না। রবীন্দ্রনাথকে অনেকভাবে বোঝানোর চেষ্টা করলেন তাঁরা। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ বললেন, জাতির জীবনে বসন্ত এনেছেন নজরুল, তাই এ নাটকটি তাঁকেই উৎসর্গ করা হবে। জেলে যখন নজরুল রবীন্দ্রনাথের স্বাক্ষরে নাটকটি হাতে হাতে পেয়েছিলেন, আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠেছিলেন তিনি। পরে নজরুল সে কথা লিখেছিলেনও। হুগলি জেলে নজরুলকে নিয়ে আসা হল। কারাগারের ভারপ্রাপ্ত কর্তা অত্যাচারী ছিলেন। নিত্য নতুন উপায়ে তিনি বন্দীদের ওপর নির্যাতন চালাতেন। তখন নজরুল ও অন্য বন্দীরা তাঁর উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথের 'তোমারি গেহে পালিছ স্নেহে'-র প্যারোডি করে গাইলেন, 'তোমারি জেলে পালিছ ঠেলে। তুমি ধন্য ধন্য হে'। এরপর নজরুল অনশনে চলে যান। কলকাতার পত্রিকায় খবর বের হয় ১৪দিন ধরে তিনি অনশনে আছেন।

যুদ্ধ শেষ হলো ১৯১৮তে, সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হলো ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে। কলকাতায় ফিরে এসে ১৯২১-এর শেষের দিকে কবি লিখেছিলেন- 'বিদ্রোহী' কবিতা। সেই কবিতা ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হবার পর থেকেই বাঙালি পাঠককে মুগ্ধ করেছে। নজরুলের

Scanned with CamScanner

❖ UGC Approved listed Journal ❖ ISSN 0871-5819
Sl. No. 40742

রূপনারায়ণপুর পশ্চিম বর্ধমান থেকে প্রকাশিত দ্বিমাসিক পত্রিকা

আজকের

যোধন

৩৫ তম বর্ষ ❖ ৬ষ্ঠ সংখ্যা
কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৪২৫ ❖ নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৮

মন যোগায় না, মন জাগায়

Scanned with CamScanner

ISSN 0871-5819

রূপনারায়ণপুর পশ্চিম বর্ধমান থেকে প্রকাশিত দ্বি-মাসিক পত্রিকা
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি আয়োগের অনুমোদিত তালিকাভুক্ত,
যার পত্রিকা তালিকা নম্বর-৪০৭৪২

আজকের যোধন

(বর্ধমান জেলা লিটল ম্যাগাজিন সংঘের সদস্য)

৩৫ তম বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা
কার্তিক-অগ্রহায়ণ, ১৪২৫ / নভেম্বর-ডিসেম্বর, ২০১৮

সম্পাদক
বাসুদেব মণ্ডল

সহ-সম্পাদক
কালাচাঁদ ঘোষ,
রমাকান্ত মণ্ডল,
নমিতা ভট্টাচার্য,
সমীর প্রসাদ

Scanned with CamScanner

সূচীপত্র

১. ক্ষীরোদপ্রসাদের ঐতিহাসিক নাটকে
রাজস্থানী ও টডের কাহিনি
—ড. ধ্রুবজ্যোতি পাল ৭

২. বিভূতিভূষণের 'আরণ্যক':
সময়ের পথ অতিক্রম করে
—সমীর প্রসাদ ১৬

৩. সমর সেনের 'কয়েকটি কবিতা' :
নগর জীবনের প্রেক্ষিতে
—আশুতোষ বিশ্বাস ২৪

৪. বিংশ শতাব্দীর সাংস্কৃতিক রূপান্তরে সঙ্গীতের ভূমিকা
—শ্রীমতী হীরা মুখোপাধ্যায় (ঘোষ) ৩৭

৫. শিশু সাহিত্যে কাজী নজরুল ইসলাম
—দেবব্রত মণ্ডল ৪৪

৬. সুচিত্রা ভট্টাচার্যের ছোটগল্প : প্রসঙ্গ ডিভোর্স
ও তজ্জনিত সমস্যা
—সুমিত মজুমদার ৫২

৭. সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'বাগাল':
জীবন সংগ্রামের ইতিহাস
—শুক্লা বিশ্বাস ৫৮

৮. মহাশ্বেতা দেবীর 'চোট্টি মুণ্ডা এবং তার তীর' উপন্যাসে
মুণ্ডা সংস্কৃতির অনুরণন
—আদিত্য প্রসাদ কার্জ্জি ৬৪

৯. ভবপ্রীতানন্দের সমসাময়িক ও
পরবর্তী ঝুমুর কবি
—ড. করুণা পেঞ্জিয়ারা ৭০

১০. সমরেশ বসু দেশকাল ও জীবন
—শুক্লা ব্যানার্জী ৭৮

Scanned with CamScanner

সমরেশ বসু দেশকাল ও জীবন

শুক্লা ব্যানার্জী
গবেষিকা, বাংলা বিভাগ
বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, বর্ধমান

'পরিচয়' পত্রিকার শারদীয় সংখ্যার ১৯৪৬ খ্রিষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল সমরেশ বসুর 'আদাব' নামের একটি গল্প। প্রায় রাতারাতি সে গল্প তরুণ লেখক সমরেশকে বিখ্যাত করেছিল। তার আগে 'শের সরদার' নামে ছোট একটি গল্প প্রকাশিত হয়েছিল 'স্বাধীনতা' পত্রিকায়। কিন্তু 'আদাব' গল্পেই সমরেশ বসু নিজের স্বাক্ষর রাখেন। বাস্তব সমাজ পরিস্থিতি আর মানবতাবোধের আশ্চর্য সংশ্লেষ অনায়াসে স্বাভাবিকতায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই গল্পে। তরুণ লেখকের পাকা হাতের কাজ।

তখন তাঁর বয়স কুড়ি বছর। সমরেশ বসুর জীবন তাঁর সমকালীন সামাজিক-রাজনৈতিক পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যেভাবে অতিবাহিত হয়েছিল, তাতে তাঁর সাহিত্য আর দেশ-কালের অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক আপনা থেকেই স্থাপিত হয়ে যায়।

সমরেশ বসুর জন্ম ১৯২৮ খ্রিষ্টাব্দের ১১ ডিসেম্বর। পিতা মোহিনীমোহন ঢাকার একটি জমিদারি এস্টেটে কাজ করতেন। মাতা ইশপলিনী, পাঁচ সন্তানের জননী। সমরেশ ছিলেন তাঁর পিতা-মাতার চতুর্থ সন্তান এবং তৃতীয় পুত্র। পরিবারের সচ্ছলতা ছিল না। তবে তাঁর স্কুলে পড়াবার সুযোগ ঘটেছিল। বালক বয়সে গান-বাজনা এবং

বইয়ের দিকেই ঝোঁক ছিল বেশি। আর ভালোবাসতেন ঘুরে বেড়াতে, সব ধরণের ছেলেদের সঙ্গে মিশতে। বন্ধুদের গণ্ডীতে গরীব আর মধ্যবিত্ত, হিন্দু আর মুসলমান, উঁচু জাত আর নীচু জাতের মধ্যে কোনও ভেদাভেদ ছিল না। খানিকটা দারিদ্রের কারণেই তিনি চলে আসেন নৈহাটিতে বড়ো দাদা-মন্মথনাথের আশ্রয়ে। নৈহাটির মহেন্দ্র স্কুলে ভর্তি হলেন অষ্টম শ্রেণীতে ১৯৩৯ খ্রিষ্টাব্দে। নৈহাটিতেই কিশোর বয়সের লেখা লেখির শুরু, হাতে লেখা পত্রিকা 'বীণা'-র সম্পাদক হওয়া; একই সঙ্গে ছবি আঁকা আর গান। কোনোটার জন্যই অবশ্য কোনও প্রশিক্ষণ ছিল না।

পারিবারিক অভাব দূর হয় না। ১৯৪০ খ্রিষ্টাব্দে ঢাকায় ফিরে গিয়ে ঢাকেশ্বরী কটন মিলে টেনি হিসেবে ঢুকলেন। কিন্তু পরের বছরই আবার ফিরে এলেন নৈহাটিতে। স্কুলের লেখাপড়ায় যদি মন ছিল না, জড়িয়ে পড়লেন সিনেমা-থিয়েটার-গানবাজনার সঙ্গে। এমন ছেলেরাই বন্ধু হয়ে উঠল যাদের সম্পর্কে মধ্যবিত্ত সমাজ একটু বিমুখ থাকে।

নৈহাটিতে সমরেশ বসু ফিরে এলেন ১৯৪১-এ। শুরু হল হাতে লেখা পত্রিকা 'বীণা' আর্ট স্কুলে ভর্তি হতে চেয়েছিলেন কিন্তু বাড়িতে অনুমতি ছিল না, সংস্থাও ছিল না। নাটক ও চলচ্চিত্রে তখন গভীর আকর্ষন। প্রিয় নায়ক প্রথমেশ বড়ুয়া। তবে সবকিছুর মধ্যেই পত্রিকা চালাতে গিয়ে গল্প লিখতেন অনেক। আত্মকথায় নিজেই স্বীকার করেছেন যে, প্রতিষ্ঠিত বড়ো লেখকদের লেখার অনুকরণ থাকত তাতে। অতএব বোঝা যায় পাঠের অভ্যাসও তাঁর অব্যাহত ছিল। আত্মকথায় নিজেই সেই স্বীকৃতি দিয়েছেন,—"...আমি ঠিক করলাম হাতে লেখা পত্রিকা আমিও বের করবো।...এই হাতে লেখা পত্রিকা বের করবার দরুণ আমাকে যেমন ছবি আঁকতে হত তেমনি আমাকে লিখতেও হত।...তখনকার দিনে অন্নদাশঙ্করের বই থেকে শুরু করে, রবীন্দ্রনাথের বই থেকে শুরু করে সব বই- যেহেতু রেলওয়ে ইনস্টিটিউটে বড়দা লাইব্রেরির গার্ড ছিল আর আমি বই পাল্টাতে যেতাম তাই আমি ওখান থেকে বই নিয়ে সব পড়ে ফেলতাম।"[১]

এই সময় সমরেশ বসু সংগীত, তবলা এবং বাঁশি বাজানোতেও পারদর্শী ছিলেন। সমরেশ বসুর জীবনে এরপর এল একটি গুরুতর পরিস্থিতি। প্রথমে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ম্যালেরিয়ার সঙ্গে হল জণ্ডিস। সমস্ত শরীর হলুদ হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষেই প্রাণ সংশয় হল। সেই সময়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন দেবশঙ্কর মুখোপাধ্যায়। দেবশঙ্করের দিদি গৌরীর সেবা যত্নে তিনি ধীরে ধীরে ভালো হয়ে উঠেছিলেন। গৌরী ছিলেন স্বামী-বিচ্ছিন্ন। চরিত্রহীন ধনিক স্বামীর ঘর করতে পারেননি। পিতৃগৃহেই থাকতেন। বয়সে ছিলেন সমরেশের থেকে চার বছরের বড়ো। গৌরী

Scanned with CamScanner